উপপরিচালকের কার্যালয়
... লালমনিরহাট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"মাঘ-১৪৩১ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"** বিষয়ে একটি লিফলেটটি এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল/জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **" মাঘ-১৪৩১মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"**- ১ (এক) পাতা।

পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোন: ৫৫০২৮৪০৩

স্মারক নং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ৭৬০৭

তারিখ: ০১/০১/২০২৫ খ্রি:

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/হর্টিকালচার উইং/প্রশিক্ষণ উইং/উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং/ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং/ক্রপস উইং/পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর... অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা, (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা, (লিফলেটটি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
লালমনিরহাট

স্মারকনং ১২.১৭.৫২০০.০৪১.৯৯.২২২.১৩.৪২

তারিখ : ০৬/০১/২০২৫ খ্রি.।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট।
২। অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)/অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান)/অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, লালমনিরহাট।
৩। উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর/আদিতমারী/কালীগঞ্জ/হাতীবান্ধা/পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মাঘ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

মাঘ মাসের কনকনে শীতের হাওয়া তার সাথে মাঝে মাঝে শৈতপ্রবাহ শীতের তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে যায়। কথায় আছে মাঘের শীতে বাঘ পালায়। কিন্তু আমাদের কৃষকভাইদের মাঠ ছেড়ে পালানোর কোন সুযোগ নেই। কেননা এসময়টা কৃষির এক ব্যস্ততম সময়। আর তাই আসুন আমরা সংক্ষেপে জেনে নেই মাঘ মাসে কৃষিতে করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোঃ

বোরো ধান:

- বোরো ধানে এইজেড ও জাত অনুসারে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিস্তি, ৩০-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর শেষ কিস্তি হিসেবে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
- চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারেন। এতে বিঘা প্রতি ২০ কেজি গুটি ইউরিয়ার প্রয়োজন হয়;
- চারা রোপণকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে চারা রোপণ করুন;
- বোরো ধানের চারা রোপণের পর শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন;
- বোরো ধানে নিয়মিত সেচ প্রদান, আগাছা দমন, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। AWD পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে পানি সাশ্রয় হয় ও ফলন বাড়ে।
- রোগ ও পোকা থেকে ধান ফসলকে রক্ষা করতে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, আন্তঃপরিচর্যা, যান্ত্রিক দমন, উপকারী পোকা সংরক্ষণ, ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা, আলোক ফাঁদ এসবের মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই মুক্ত করতে হবে;
- এসব পন্থায় রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে;

গম:

- গমের জমিতে যেখানে ঘন চারা রয়েছে তা পাতলা করে দিতে হবে;
- গম গাছ থেকে যখন শিষ বের হয় বা গম গাছের বয়স ৫৫-৬০ দিন হয় তবে জরুরিভাবে গম ক্ষেতে একটি সেচ দিতে হবে। এতে গমের ফলন বৃদ্ধি পাবে;
- ভালো ফলনের জন্য দানা গঠনের সময় আরেকবার সেচ দিতে হবে;
- গম ক্ষেতে ইঁদুর দমনের কাজটি সকলে মিলে একসাথে করতে হবে;

ভুট্টা:

- ভুট্টা ক্ষেতের গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে;
- ভুট্টা ফসলে এইজেড ও জাত অনুসারে বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রথম কিস্তি, ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ভুট্টার সাথে সাথী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- ভূট্টা ফসলে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। কাজেই নিয়মিত মনিটরিং, স্কাউটিং ও প্রয়োজনে দমন ব্যবস্থা নিতে হবে মনিটরিং এর জন্য ফেরোমন ট্রাপ (একর প্রতি ৫টি) ব্যবহার করতে হবে।

আলু:

- আলু ফসলে নাবি ধ্বসা রোগ বা মড়ক রোগ দেখা দিতে পারে, মড়ক রোগ দমনে দেরি না করে ডায়থেন এম ৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইন্ডোফিল নিয়মিত স্প্রে অথবা অনুমোদিত ছত্রাকনাশক মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে;
- তাছাড়া আলু ফসলে মালচিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজগুলোও করতে হবে;
- আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে মাটির সমান করে গাছ কেটে দিতে হবে এবং ১০ দিন পর আলু তুলে ফেলতে হবে;
- আলু তোলার পর ভালো করে শুকিয়ে বাছাই করতে হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে;

তেল ফসল:

- সরিষা, তিসি বেশি পাকলে রোদের তাপে ফেটে গিয়ে বীজ পড়ে যেতে পারে, তাই এগুলো ৮০ ভাগ পাকলেই সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে;

শীতকালীন সবজি:

- বেশি ফলন পেতে শীতকালীন শাকসবজি যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, ওলকপি, শালগম, গাজর, শিম, লাউ, কুমড়া , মটরশুঁটি এসবের নিয়মিত যত্ন নিতে হবে।
- টমেটো ফসলের মারাত্মক পোকা হলো ফলছিদ্রকারী পোকা। সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতিতে এ পোকা দমন করতে হবে;
- শীতকালে মাটিতে রস কমে যায় বলে সবজি ক্ষেতে চাহিদা মাফিক সেচ দিতে হবে।
- গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছামুক্ত রাখতে হবে;

মসলা জাতীয় ফসল:

- রোপনকৃত চারা পেঁয়াজের উপরিসার প্রয়োগ, সেচ প্রদান ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।

আম:

- সাধারণত এ সময় আম গাছে মুকুল আসে। গাছে মুকুল আসার পর থেকে ফুল ফোটার পূর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত গাছে টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের আকার মটর দানার মতো হলে গাছে ২য় বার স্প্রে করতে হবে;
- এসময় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য হপার নিম্ফ দেখা যায়। আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বেই একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি সিমবুস/ফেনম/ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।